কারক

সাহিত্য পত্রিকা

শারদীয় ২০২২

ভ্রমণ ও ভ্রমণসাহিত্য

সূচী

ভ্রমণ ও ভ্রমণসাহিত্য

ভ্রমণসাহিত্যের গোড়ার উপাদান

বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ▫ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৭
মধ্যযুগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ▫ স্মৃতিকণা চক্রবর্তী ১৭
পালামৌ : একালের চোখে ▫ পিনাকেশ সরকার ৩৪
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আ ভিজিট টু ইউরোপ' ▫ সীমন্তী সেন ৪৩

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে হিমালয় / তীর্থভূমি

ভ্রমণরসিক দেবেন্দ্রনাথ ▫ আশিস খাস্তগীর ৫৫
জলধর সেনের *হিমালয়* ▫ সুবিমল মিশ্র ৬৭
হিমালয়েষু উমাপ্রসাদ ▫ অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ৭৯
শঙ্কু মহারাজের 'হিমালয়' : প্রাপ্তির ঝুলি পূর্ণ করে দেয় ▫ লীনা চাকী ৮৯
পথপরিক্রমারত প্রবোধকুমারের জীবনবীক্ষা ▫ পাঞ্চালী মুখার্জী ১০৩
ভ্রমণসাহিত্যে অবধূত ▫ অরুণ মুখোপাধ্যায় ১১৮
ভ্রামণিক কালকূট : 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' ▫ দিলীপ সাহা ১২৭

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ : ভারতে ও বহির্ভারতে

যেতে যেতে পথে ▫ সাবর্ণি চট্টোপাধ্যায় ১৩৯
ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথ ▫ অন্বেষা খান ১৫৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ ▫ রীতা ব্যানার্জী ১৬৬
জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ ▫ মানস প্রতিম দাস ১৭৯
রবীন্দ্রনাথের ফ্রান্স ভ্রমণ প্রসঙ্গে ▫ মিঠুনকুমার দে ১৯১
স্প্যানিশ ভাষার দেশে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ▫ তরুণ কুমার ঘটক ২০৩
রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণ এবং ভারতবর্ষ ▫ পীতম সেনগুপ্ত ২১৪

পথপরিক্রমারত প্রবোধকুমারের জীবনবীক্ষা

পাঞ্চালী মুখার্জী

বাংলা সাহিত্যে প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫-১৯৮৩) আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যখন রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ হতাশা-অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় বিহ্বল, তখন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও কথাসাহিত্যের অভিঘাতে যে সাহিত্যধারার জন্ম হলো, তাকে কল্লোলযুগের সাহিত্য বলে। এই কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক ছিলেন প্রবোধকুমার। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিনব কিছু প্রকাশ করার প্রয়াস ছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায়। একদিকে তাঁরা ছিলেন বাস্তবজীবনপন্থী, অন্যদিকে ছিল নঞর্থকতা ও যৌবনচেতনা। এই যৌবনচেতনার যথার্থ রূপায়ণ দেখা যায় প্রবোধকুমারের মধ্যে। এর পাশাপাশি দেখা যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা সমাজবিদ্রোহী, কিন্তু মনুষ্যত্ববোধে উজ্জ্বল, আবার একই সঙ্গে নারী-পুরুষ সকলে জীবনের পথে পথিক। ভবঘুরে পথিকবৃত্তির প্রকাশ এই গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক গোকুলচন্দ্র নাগের লেখাতেও রয়েছে। যৌবনের যে আবেগ মানুষকে ঘরছাড়া-যাযাবর করে, প্রবোধকুমারের মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর প্রথম উপন্যাস *যাযাবর*-এর নামকরণ ও বিষয়বস্তুতে এই ছন্নছাড়া-বোহেমিয়ান প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। পথিক মনোবৃত্তি তাঁকে বারবার ঘরছাড়া করেছে। অজানার আহ্বানে ছুটে গেছেন নিত্যনতুন হিমালয়ের কাছে। হিমালয়ের গিরিকন্দরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত ইতিহাস, লুপ্ত সংস্কৃতি ও জীবনের সন্ধানে প্রবোধকুমার বারংবার উপনীত হয়েছেন হিমালয়ের দ্বারে। নিরাসক্ত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে হিমালয়ের রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হয়েছেন। লেখকের নিজের কথায় :

> হিমালয় সম্বন্ধে আমার আন্তরিক অধ্যাবসায়টা হলো সহজাত।

ভবঘুরে যাযাবরের নেশা তাঁর সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে ছিল।

হিমালয় চিরকাল মানুষকে আকর্ষণ করেছে। হিমালয়ের অমোঘ টানে বারবার পথিক ছুটে যায় সেখানে। বাংলা সাহিত্যে হিমালয়ের রূপবৈচিত্র্য নিয়ে আলেখ্য নির্মাণের কাজ সুদীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। বিভিন্ন লেখক তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নানা আঙ্গিকে হিমালয়ের অন্তহীন বৈভব তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে হিমালয়কেন্দ্রিক সমস্ত রচনাই যেমন উচ্চমানের ভ্রমণসাহিত্য নয়, তেমনই স্রষ্টাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভ্রমণ-সাহিত্যে শুধু ভ্রমণের কাহিনি থাকে না, থাকে জীবনের কাহিনিও। চোখে দেখা জীবনপ্রবাহ, সমাজ, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিচয়—সব কিছুই ভ্রমণসাহিত্যের বিষয়। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার আগ্রহ থেকে জন্ম নেয় ভ্রমণস্পৃহা। ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে লেখক যখন নিরাসক্ত সহৃদয় মানসিকতা এবং অপক্ষপাত দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যে রূপায়িত করেন, তখনই তা হয়ে ওঠে ভ্রমণসাহিত্য। ব্যক্তিগত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তখন সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়ে সকলের কাছে আবেদনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। যাত্রাপথের রূপ-রস-শব্দ-বর্ণ-গন্ধ প্রকৃতি ও ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ভ্রমণকাহিনিতে প্রকাশিত হয়।